AIDS InfoNet www.aidsinfonet.org ফ্যাক্টশিট নম্বর ৬৫১

HIV AND KIDNEY DISEASE
এইচ আই ভি এবং কিডনি ডিজীজ্(রোগ)

এইচ আই ভি সংক্রমিত ব্যক্তিরা কেন কিডনি্ রোগের ব্যাপারে সর্তক হবে

এইচ আই ভি রোগ কিডনি্ ফেলিওর (অকৃতকার্যতা)করে দিতে পারে কিডনির কোষে এইচ আই ভি সংক্রমণ করে। এটাকে ব লে এইচ আই ভি অ্যাসোশিয়েটেড্ নিফ্রোপ্যাথি বা এইচআইভিএএন। কিডনির রোগের অন্যান্য কারণগুলো হল ডায়্যাবিটিজ্ (বহুমূত্র রোগ) এবং হাই ব্লাড প্রেসার(উচ্চ রক্তচাপ)।এই সমস্যাগুলো, বেশীকরে এইচআইভিএএন সাধারণত আফ্রিক্যান-অ্যামেরিক্যানদের মধ্যে দেখা যায়। কোন ওষুধপ্রয়োগ এইচ আই ভি সংক্রমণ বা অন্যান্য যে কোন সম্পর্কীত স্বাস্থ্য বিষয়ে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করলে কিডনির রোগ হতে পারে। কিডনির সমস্যা বেড়ে গিয়ে এণ্ড স্টেজ্ রীনাল্ ডিজীজ্(ইএসআরডি) বা কিডনি ফেলিওর(অকৃতকার্যতা) হয়ে যেতে পারে। তার ফলে ডায়্যালিসিস্ বা কিডনি ট্র্যানসপ্ল্যান্ট্(স্থানাণ্তরিত) করার প্রয়োজন হতে পারে।

এইচ আই ভি রুগীদের মধ্যে কিডনির রোগের হার অনেকটাই কমে গেছে যবে থেকে আধুনিক ধরনের অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি আরম্ভ করা হয়েছে। সে যাই হোক, মোট ৩০% এইচ আই ভি সংক্রমিত মানুষের কিডনির রোগ হতে পারে। কিডনির রোগ অগ্রসর হলে সেটার জন্য হার্টের রোগ(ফ্যাক্টশিট ৬৫২ দেখো) এবং হাড়ের রোগ(ফ্যাক্টশিট ৫৫৭ দেখো) হতে পারে।

স্বাভাবিক কিডনির কাজ কি?

কিডনিদের মূল কাজ হল অপ্রয়োজনীয় পদ্বার্থ কে ফিলটার(প্ররিস্রাবণ)করা। তারা প্রয়োজনীয় পদ্বার্থ পুনঃশোষন করে এবং যা অপ্রয়োজনীয় তা প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্বার্থগুলো হল সোডিয়াম্ এবং জল। প্রত্যেক কিডনির মধ্যে অসংখ্য(প্রায় দশ লক্ষ) ফিল্টারিঙ্গ ইউনিট্(প্ররিস্রাবক ব্যবস্থা) আছে যাকে নিফ্রনস্ বলে। তারাঃ এই পরিক্ষা প্রোটিন, সুগার, কিটোনস্, ব্লাড্, নাইট্রেটস্ এবং লহিত ও শ্বেত কনিকার মাত্রা নির্ণয় করে। প্রস্রাবে অল্প মাত্রায় প্রোটিন দেখা যায় কিডনির রোগ কিডনির কাজের ক্ষতি করে দেওয়ার পূর্বে।

প্রায় এক-তৃতীয় ভাগ এইচ আই ভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের প্রস্রাবে উচ্চ প্রোটিন মাত্রা থাকে। এটা একটা সম্ভবত কিডনি সমস্যার লক্ষণ।

অন্যান্য কিডনির পরিক্ষাগুলো হল দ্যা ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন্, দ্যা ব্লাড ক্রিয়েটিনিন্ লেভেল্ এবং দ্যা রেট অফ ক্রিয়েটিনিন্ ক্লিয়ারেন্স্।

ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন্(বিইউএন) রক্তে দেখা যায় যখন প্রোটিনের ক্ষয় হয়। এটা সাধারণত কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। উচ্চ বিইউএন মাত্রা হতে পারে বেশী প্রোটিন খাবার থেকে, ডিহাইড্রেসন্(জল-মুক্ত), বা কিডনি এবং হার্ট ফেলিওরের জন্য। উচ্চ বিইউএন মাত্রা দেখলে কিডনির রোগের খোঁজ শুরু করে দেওয়া দরকার।

ক্রিয়েটিনিন্ তৈরী হয় যখন সাধারণভাবে মাংস-পেশীর কোষের বিপর্যয় ঘটে। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা হল কিডনির কাজের মাপকাঠি। উচ্চ মাত্রা সচরাচর কিডনির সমস্যার কারণের জন্য। চিকিৎসকরা ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ব্যবহার করে দেখে কত ভালোভাবে কিডনিগুলো কাজ করছে।

স্বাভাবিক ল্যাবর্যা টরি ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাকে জাতি, বয়স, ওজন এবং লিঙ্গের জন্য সুবিন্যস্ত করতে হবে । সবথেকে প্রচলিত বিধি ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা সুবিন্যস্ত করার জন্য হল কক্রট-গওল্ট বিধি। আর একটা সুবিন্যস্ত করার বিধি হল

কিডনি রোগের কি কি ঝুঁকির কারণ?

কিডনির রোগের প্রবনতা বেশী সেই সব ব্যক্তিদের মধ্যেঃ

- যারা আফ্রিক্যান-অ্যামেরিক্যান
- যাদের ডায়্যাবিটিজ্ আছে
- যাদের হাই ব্লাড প্রেসার আছে
- যারা বয়স্ক
- যাদের সি ডি ৪ কোষের সংখ্যা কম (ফ্যাক্টশিট ১২৪ দেখো)
- যাদের ভাইরাল লোড বেশীকম (ফ্যাক্টশিট ১২৫ দেখো)
- যাদের হেপাটাইটিস্ বি অথবা সি আছে(ফ্যাক্টশিট ৫০৬ এবং ৫০৭ দেখো)

এইচ আই ভি ব্যক্তিদের ডায়্যাবিটিজ্ বা হাই ব্লাড প্রেসারের লক্ষ্যনের যত্নসহকারে পরিক্ষা করা দরকার। তাদের ব্লাড সুগার এবং রক্তচাপ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

এইচ আই ভি ওষুধপ্রয়োগ এবং কিডনি

বিভিন্ন এইচ আই ভি ওষুধপ্রয়োগ কিডনির ওপর কঠোর। এইগুলো হল অন্যান্ট্রি রেট্রোভাইরাল ওষুধপ্রয়োগ এবং আরো কিছু যেগুলো এইচ আই ভি সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন ওষুধপ্রয়োগের মাত্রা যা কিডনির মাধ্যমে পরিষ্করণ করা হয়, সেইগুলো কমিয়ে দিতে হবে সেইসব ব্যক্তিদের জন্য যাদের কিডনির সমস্যা আছে। আপনাকে নিশ্চিন্ত থাকতে হবে যে আপনার হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার জানেন আপনার কোন কিডনির সমস্যা আছে কিনা।

A project of the New Mexico AIDS Education and Training Center. Partially funded by the National Library of Medicine
Fact Sheets can be downloaded from the Internet at http://www.aidsinfonet.org

- আবর্জনা পদ্বার্থ শরীর থেকে বের করে দেয়।
- রক্তের পরিমাণ এবং চাপ নিয়ন্ত্রিত করে।
- ইলেকট্রলাইটের মাত্রা এবং রক্তের অ্যাসিডিটি নিয়ন্ত্রিত করে।

আমি কি করে জানবো যেআমার কিডনি নিয়ে সমস্যা আছে?

দুর্ভাগ্যবসত, কিডনির সমস্যার বেশীরভাগ লক্ষচণসমূহগুলো দেখা দেয় যখন কিডনির কাজের অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। পা ও মুখ ফোলা এবং প্রস্রাব ত্যাগে পরিবর্তন হতে পারে। অন্যান্য লক্ষচণসমূহগুলো হল অবসন্নতা এবং খিদে কমে যাওয়া, অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে পার্থক্য খুজে পাওয়া যায় না।

আপনার হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে (স্বাস্থ্য যত্ন প্রদানকারী) আপনার কিডনির কাজ পর্যবেক্ষন করা দরকার, লক্ষচণসমূহ না থাকার সত্তেও। সবথেকে প্রচলিত কিডনির কাজের পরিক্ষা হল প্রস্রাবের পরিক্ষা। একটা সামান্য "ডিপস্টিক" ব্যবহার করা হয়।

এমএসআরডি বা মডিফিকেসন্ ইন ডাইয়েট্ ইন রীন্যাল্ ডিজীজ্ ইকোয়েশন্। এরা একটা মাপকাঠি প্রস্তুত করে যেটাকে গ্লোমরিউলার ফিলট্রেশন্ রেট(জিএফআর)।

চিকিৎসকরা জিএফআর ব্যবহার করে একটা সচ্ছল ছবি পাওয়ার জন্য আসলে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বলতে সত্যি কি বোঝায়। ব্যক্তিদের যাদের কিডনির রোগ নেই, তাদের জিএফআর হল ১০০ র কাছাকাছি। যখন কিডনির রোগ কিডনির কার্যকারীতা কমিয়ে দেয়, তখন জিএফআর কমে যায়। মানুষের কিডনি ট্র্যানসপ্ল্যান্ট্ (স্থানাণ্তরিত) বা ডায়্যালিসিস্ করার প্রয়োজন পরে যখন জিএফআর ১৫ বা তার কম হয়ে যায়।

একটা সামান্য স্ক্রীনিং পরিক্ষা প্রোটিনের জন্য প্রস্রাবের পরিক্ষা হল অত্যন্ত সংবেদনশীল উপায় কিডনির রোগ নির্ণয় করার জন্য। যে সব ব্যক্তিদের কিডনির রোগের ঝুঁকি আছে, তাদের বছরে একবার এই পরিক্ষা করানো উচিত।

ডায়্যালিসিস্ এবং কিডনি ট্র্যানসপ্ল্যান্টেসন্

এইচ আই ভি সংক্রমিত ব্যক্তিরা ডায়্যালিসিস্ নিয়েছেন আর কিছুজন কিডনি ট্র্যানসপ্ল্যান্ট্ করিয়েছেন। উদ্বেগ রয়েছে যে ট্র্যানসপ্ল্যান্টের পরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দমন্ করে দেওয়া হয়, সেই জন্য বেশীভাগ ট্র্যানসপ্ল্যান্ট্ সেন্টারগুলো সুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হয় যাদের সি ডি ৪ কোষের সংখ্যা ২০০র ওপর এবং ভাইরাল লোড যা সঠিক বোঝা যায় না। এই ব্যক্তিদের পরিণাম একই বোধ হয় তাদের মত যাদের কিডনি ট্র্যানসপ্ল্যান্ট্ হচ্ছে।

মূল বক্তব্য

এইচ আই ভি সংক্রমণ কিডনির সমস্যা করতে পারে যেটা গুরুতর রুপ ধারণ করতে পারে। আরও যে সব ব্যক্তিদের কিডনির সমস্যা আছে, তাদের কিছু ওষুধপ্রয়োগের মাত্রা কম করার দরকার আছে।

কিডনির সমস্যা সত্যিকারের রোগের লক্ষণসমূহ দেখা যায় না। নিয়মিতভাবে প্রস্রাবের পরিক্ষা করানো জরুরী সমস্যার লক্ষণ বোঝার জন্য।

সংশধিত জানুয়ারী২২, ২০১১

A project of the New Mexico AIDS Education and Training Center. Partially funded by the National Library of Medicine
Fact Sheets can be downloaded from the Internet at http://www.aidsinfonet.org